দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 8 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৭৩ দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে

যেকোন মূল্যে শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে —ভাইস চ্যান্সেলর

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

একটানা ৭৩ দিন অনির্ধারিত বন্ধ শেষে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনে শিক্ষার পরিবেশ পরিষদ গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের সমাবেশ এবং পরে গত জুলাইয়ে নিহতদের স্মরণে শোক মিছিলের আয়োজন করে। এজন্য সকাল ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি।

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সকালে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সাড়ে ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের এক বিরাট সমাবেশে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান বক্তৃতা দেন। তার বক্তৃতা শুরু করার পর একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের শ্লোগানের ফলে তিনি বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করেন। এরপর ভিসি এক মৌন মিছিলে অংশ নেন। শিক্ষার পরিবেশ পরিষদ ও অন্যান্য ব্যানার নিয়ে মধুর ক্যান্টিনের দিকে মৌন মিছিল যাত্রা শুরু করে। ভিসি মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন। মিছিলটি লেকচার থিয়েটারের কাছে পৌঁছলে কিছুসংখ্যক বিক্ষুব্ধ তরুণ মিছিলের সামনে গিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

১৫টি ছাত্র সংগঠনের বিবৃতি

ভাইস চ্যান্সেলর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ'দেড়েক তরুণের এ ক্ষুদ্র মিছিলটি নানা শ্লোগান দিতে থাকে। অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ বিরাট মৌন মিছিলটি প্রো-ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে সূর্যসেন হল ও মহসীন হল হয়ে ক্লাবের সামনে অপর মিছিলের সাথে মিলিত হয়। প্রো-ভিসিও এ সময় ভিসির পাশে অবস্থান নেন। বিক্ষুব্ধ মিছিলটি মৌন মিছিলের সামনে অবস্থান নিয়ে জহুরুল হক হল দিয়ে গিয়ে এসএম হল গেটের কাছে গেলে মৌন মিছিলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পুলিশ এ সময় বিক্ষুব্ধ মিছিলের পেছনে অবস্থান নেয়।

ভিসি, প্রো-ভিসি ও অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষক, ছাত্র নেতাসহ বিক্ষুব্ধ মিছিলটি শহীদ মিনার হয়ে মেডিকেল কলেজ ইমার্জেন্সীর সামনে দিয়ে গিয়ে কার্জন হল হয়ে সোজা প্রশাসনিক ভবনে ফিরে আসে। ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করার সময় মিছিলটি নানা শ্লোগান দেয়। অন্যদিকে ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী সমন্বয়ে বিরাট মৌন মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে পরে প্রশাসনিক ভবনে এসে শেষ হয়। মৌন মিছিলটি কার্জন হলে যাওয়ার পথে বাংলা একাডেমীর সামনে বিক্ষুব্ধ মিছিলটিকে পাশ কাটায়।

মৌন মিছিল ফিরে আসার পর প্রশাসনিক ভবনের সামনের জমায়েতে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অসমাপ্ত ভাষণে ভাইস চ্যান্সেলর, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে সহযোগিতার আহবান জানান। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য আমাদের যে কোন মূল্যে শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

প্রশাসনিক ভবনের জমায়েতে তিনি আবেগঘন বক্তৃতায় বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখতে চাই। কোন ছাত্র শাস্তি পাক তা আমরা চাই না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে। আমরা চাই, যে গৌরব নিয়ে ছাত্ররা ভর্তি হয় সে গৌরব নিয়েই তারা যেন ফিরে যেতে পারে। সারা জাতি আমাদের দিকে চেয়ে আছে। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে 'সম্মান ও ঐতিহ্য' আমরাই তার ধারক-বাহক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, গতকাল অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কতিপয় উচ্ছৃংখল তরুণ আকস্মিকভাবে শ্লোগান দিতে শুরু করে। শোভা যাত্রা শুরু করার পরেও এক পর্যায়ে এই উচ্ছৃংখল তরুণরা দৌড়াদৌড়ি করে শোভা যাত্রার সম্মুখভাগে কিছুটা বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। মৌন মিছিলে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক।

পরিবেশ পরিষদের নিন্দা

মিছিল সমাপ্ত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এক সভায় বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অশোভন আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। তারা একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে বিশৃংখলাকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ ... চ্যান্সেলর প্রফেসর ...